2 FEB 2017

দৈনিক
জনকণ্ঠ

ছুটি না নিয়ে বিদেশে থাকায় ঢাবির দুই শিক্ষক চাকরিচ্যুত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য নোটিস দিয়েও সাড়া না পাওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) এক শিক্ষক চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এছাড়া ছুটি না নিয়ে দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান করায় অপর এক শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করার জন্য ডিনদের সমন্বয়ে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটিতে সুপারিশ পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, অন্যের গবেষণা নিজের নামে চালিয়ে দেয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আরেকজন শিক্ষকের পদাবনতি হয়েছ।

গত মঙ্গলবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একাধিক সিন্ডিকেট সদস্য এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

চাকরিচ্যুত শিক্ষক হলেন- লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে প্রভাষক হিরালাল পাল, চাকরিচ্যুতের জন্য সুপারিশকৃত শিক্ষক হলেন- দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. গোলাম আজম এবং পদাবনতি হওয়া শিক্ষক হলেন- বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক মোঃ আবু সায়েম। প্রভাষক হিরালাল পালের চাকরিচ্যুতের বিষয়ে এক সিন্ডিকেট সদস্য বলেন, হিরালাল সরকারী চাকরি করা অবস্থায় ছুটিতে দেশের বাইরে ছিলেন। তিনি ঢাবির ইনস্টিটিউটের শিক্ষক হওয়ার পরও দেশের বাইরে থাকেন। তাকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য নোটিস করেছিলাম। কিন্তু নোটিসে কোন সাড়া না পেয়ে তাকে চাকরিচ্যুতের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

চাকরি সমাপ্তির জন্য সুপারিশের বিষয়ে সিন্ডিকেট সূত্র জানায়, দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক গোলাম আজম বিশ্ববিদ্যালয়কে না জানিয়ে বিদেশে চলে যান। তাকে ৩০ অক্টোবর ১৬ তারিখে আট সপ্তাহের মধ্যে কাজে যোগদানের জন্য বলা হয়। কিন্তু তিনি ২৯ সেপ্টেম্বর ১৬ হতে ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৭ পর্যন্ত বিদেশে চিকিৎসার জন্য ছুটি চান। ছুটি মঞ্জুর না করলে তিনি চাকরিচ্যুতের জন্য বলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর না করে তাকে চাকরিচ্যুতের লক্ষ্যে ডিনের সমন্বয়ে গঠিত স্ট্যানডিং কমিটিতে সুপারিশ পাঠিয়েছেন।

পদাবনতির বিষয়ে সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. মাকসুদ কামাল বলেন, বিশ্বধর্ম বিভাগের শিক্ষক মোঃ সায়েমের বিরুদ্ধে একটি গবেষণা প্রবন্ধ আল বিরুনীর 'আন্ডারস্টানডিং অব আদার'স রিলিজিয়ন' থেকে কপি করার অভিযোগ উঠে।